পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আদিবাসী জনগণের পাশে দাঁড়ান, প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য, শোষণ বঞ্চনাহীন সমাজ গড়ার জন্য সংগঠিত হন

পুলিশ-প্রশাসন এতকাল যেভাবে চলছিল তা-ই তো করেছিলো! ইংরেজী ২ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ও কোটিপতি মালিকদের দেড় মাইল লম্বা গাড়ির মিছিলের একেবারে শেষে রহস্যজনক ভাবে একটা বিস্ফোরণের পর থেকে জোরদার ধরপাকড় — পরদিন লালগড়ে তিনজন ইস্কুলের ছেলেকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ধরা — তার পরদিন খামোখা নির্দোষ একজনকে মাওবাদী সন্দেহে গ্রেফতার করতে যায় পুলিশ — আর সেটা ঠেকাতে যাওয়ার জন্য আদিবাসী মহিলাদের পুলিশের পেটানো — এমনকি বৃদ্ধ মহিলাদের লাঠি মেরে মাথা ফাটানো ... এসবই করেছিলো পুলিশ-প্রশাসন। কিছু-কিছু আদিবাসী অঞ্চলে মাওবাদীদের নানা কান্ড-কারখানার দায় হিসেবে পুলিশের অত্যাচারের মুখে পড়াটাই যেন আদিবাসীদের ভাগ্য — এরকমই ভাবতো সবাই। কিন্তু ঐ গ্রামের ৮০ বছরের বুড়িকে ডান্ডা মেরে মাথা ফাটানোর পর মনের মধ্যেকার এতদিনকার জমা রাগ-ক্ষোভ যে এভাবে ফেটে পড়বে তা কেউই ভাবতে পারেনি। তারপরই হল লালগড়ে থানা ঘেরাও, তার পরের দিন থেকে লালগড়ে রাস্তা কাটা — তারপর থেকে খুব তাড়াতাড়ি বিশাল থেকে আরো বিশাল অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়া – একের পর এক জায়গায় পথ অবরোধ ... ঝাড়গ্রাম প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগাড়। শুরুর দিকে কে ভেবেছিলো এরকম জন-জাগরণ হবে ? আর আজ দু-হপ্তার মাথায় দাঁড়িয়ে বলতেই হয় — আদিবাসী জনগণের এই বিশাল জাগরণ ক-টা দাবী আদায় করতে পারলো কি পারলো না সেটা আদৌ বড় কথা নয় — আসল কথাটা হল সেই জাগরণ আদিবাসী জনগণকে কোথা থেকে কোন্ জায়গায় তুলে আনলো — আর আদিবাসীদের ঐ লড়াই সারা দেশের মেহনতিদের কি শিখিয়ে দিলো।

একটি গ্রামের পুলিশী সন্ত্রাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কেন এভাবে আদিবাসী জনগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়লেন ? সরকার ও সিপিআই(এম) নানারকমের "চক্রান্তের" ভুত দেখাচ্ছে। কখনো বলা হচ্ছে যে বাংলা থেকে এই আদিবাসী অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ঝাড়খন্ড থেকে চক্রান্ত চালানো হচ্ছে আবার কখনো বলা হচ্ছে এই বিদ্রোহ আসলে মাওবাদীদের চক্রান্ত। ওরা চেপে যাচ্ছে যে এই বিদ্রোহ আসলে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। গত বেশ কয়েক বছর ধরে মাওবাদীদের দমন করার নামে নিরীহ আদিবাসী মানুষের ওপর চলেছে নির্বিচার জুলুম। এতদিন সেই জুলুম মুখ বুজে সহ্য করার পর আজ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আদিবাসী জনগণ।

কিন্তু, শুধুই কি পুলিশী অত্যাচার ? যুগ যুগ ধরে চলছে এই আদিবাসী জনজাতির ওপর শোষণ-জুলুম-অত্যাচার। অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। যেদিন ভাত জোটে — ভাত আর শাকসেদ্ধই তাদের খাবার, সামান্য ডাল তরকারীও পাতে জোটে না। বারবার "উন্নয়ণের" নাম করে তাদেরকে তাদের বাসভূমি থেকে তাড়ানো হয়েছে। কিন্তু, যে "উন্নয়ণের" ছিটেফোঁটা ফসলও তাদের জোটে নি। বাইরের অন-আদিবাসীরা এসে তাদের জমি দখল করে নিয়েছে। নিজেদের আদি বাসভূমিতেই তাদের নেই জমি, নেই সারাবছর কাজ। পেটের জন্য কাজ জোটাতে ছেলে পিলে বৌবাচ্চা নিয়ে বাইরে খাটতে যেতে বাধ্য হয়। যেটুকু জমি রয়েছে জলের অভাবে ভালো করে চাষ হয় না। ঠিকাদার থেকে সরকার — সবাই এদের কম মজুরীতে খাটায়। এখনও আদিবাসী জনগণের সিংহভাগকেই এক ভয়ঙ্কর পাশবিক পরিস্থিতিতে দিন কাটাতে হচ্ছে। তাই তো আমলাশোলের গরীবরা আজও না খেতে পেয়েই মারা যায়। সামাজিকভাবে এখনও এদেরকে রাখা হয়েছে সমাজের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে। আদিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি কোন কিছুরই বিকাশ ঘটানো হয় নি। এখনও তাদেরকে সর্বত্র তুই তোকারি শুনতে হয়। সাধারণ আদিবাসীদের থানা কিংবা বিডিও অফিসে মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয় না। যুগ যুগ ধরে এদেরকে সমাজের নীচে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ তাই শুধু পুলিশী জুলুম আর নিপীড়নের বিরুদ্ধেই নয়, এই বিদ্রোহ আসলে শোষণ-বঞ্চনার জন্য জমা হওয়া বিশাল ক্ষোভেরই এক অন্ধ বহিঃপ্রকাশ। এই শোষণ-বঞ্চনার সমাজের বিরুদ্ধে আদিবাসী জনগণের অন্ধ বিদ্রোহ।

এই সংগ্রামের আরেকটি দিকও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা একে মাওবাদীদের চক্রান্ত বলে দেখাতে চাইছে **তারা ভুলিয়ে দিতে চাইছে যে জনগণ নিজেরাই অনেক কিছু পারে।** জনগণের মধ্যেকার স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ থেকেই বড় বড় গণ-আন্দোলন শুরু হয় — কোনো পার্টির কথায় হয় না। যার কিছুটা নমুনা লালগড়কে নিয়ে দেখা গেল। তাছাড়া কোনো

প্রতিষ্ঠিত পার্টি বা পার্টিদের ছাড়াই তারা স্বাধীন ভাবে লড়তে পারে। এমনকি স্বাধীন সংগঠনও বানাতে পারে। আদিবাসীরা সব পুরোনো প্রতিষ্ঠিত পার্টিকে প্রত্যাখ্যান করে, বাদ দিয়েই লড়লো — এমনকি ঝাড়খন্ড গোষ্ঠীদেরকেও বাদ দিয়ে। তবে আরো বড় একটা ঘটনা তারা দেখালেন। সেটা হলো — তারা তাদের সেই কয়েকজন মাঝি, অর্থাৎ গ্রামের মাথা, আদিবাসী সমাজের মাথা — যাদের মাধ্যমে আদিবাসীদের এই আন্দোলনকে প্রশাসন বাগে আনতে চেয়েছিলো — যারা তাড়াতাড়ি করে প্রশাসনের সাথে রফায় আসতে চেয়েছিলো — কিম্বা যারা কোনো প্রতিষ্ঠিত পার্টির সাথে যুক্ত বা সেদিকে ঝুঁকে আছেন — তাদের কথা না শুনে, না মেনে নিজেদের লড়াই চালিয়ে গেছেন। এটা বিরাট গুরুত্বের। আর এসবের মধ্যে দিয়ে বোঝা গেলো – শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে, দলিত বা "নিচু-জাত" জনগণের মধ্যে অল্প অল্প করে যে লড়াই-এর একটা নতুন ধারা দেখা যাচ্ছে — নিজেরা নিজেদের লড়াই করার, নিজেদের সংগঠন করার, চালানোর যে ধারা দেখা যাচ্ছে— সেটা আদিবাসীদের মধ্যেও শুরু হয়েছে। আদিবাসীরা সমাজের অন্যান্য অংশের মতোই অতীত দিনের অভিজ্ঞতার থেকে শিখছেন — পার্টিগুলোকে হাড়ে হাড়ে চিনছেন। নিজেদের সংগঠন নিজেরা বানানো ও চালানো – এদিকেও তারা খানিকটা শিখলেন — কারণ তারা অন্তত প্রথম দু-হপ্তায় যা যা করলেন সেটার সবকিছু কোনো পার্টির কথায় হয় নি।

এভাবে সমাজে যে নতুনের জন্ম হচ্ছে তাকে বুকে আগলে সব ঝড় ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে রাখাটা খুব জরুরী। কারণ এখনো এটা সমাজে চালু ব্যাপার হয়ে যায়নি। নতুন সংগঠন দানা বাঁধতে, শক্তপোক্ত হতে, নতুন নেতৃত্ব দাঁড়াতে সময় লাগে — ফলে অনেক সময়ে দেখা যেতে পারে যে, দীর্ঘ রক্ত-ঝরানো লড়াই হলো জনগণের স্বাধীন উদ্যোগের ওপর ভর দিয়ে — অথচ কোনো প্রতিষ্ঠিত পার্টি, বিরোধী পার্টি সেটাকে শেষ পর্যন্ত গিলে ফেললো। যেটা ভবিষ্যতে যেতে পারতো দিন বদলের লড়াই-এর দিকে — সেটা নেহাতই সরকার বদলের ছক বা কিছু পঞ্চায়েত -এর সিট এ গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। সেরকম ঘটনা তো অনেক দেখেছেন মেহনতি আদিবাসী ভাই-বোনেরা, দেখেছেন পশ্চিমবাংলার শ্রমিক-কৃষক — তাই সেটা নিয়ে আর বলার দরকার নেই।

আদিবাসী ভাই-বোনেরা — আপনারা যে নতুন বীজটা পুঁতলেন – তার ফল কিন্তু তাই অন্যরকম — ক-টা দাবী মানাতে পারলেন সেটা নয়। তারা প্রশাসনকে বাধ্য করলেন জনগণের একেবারে নিজেদের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করাতে — কোনো ওপর মহলের বাবু বা কর্তাদের সাথে নয়। তারা চালু ব্যবস্থাকে, রেওয়াজকে অমান্য করার সাহস দেখালেন। তারা স্বাধীন লড়াই ও সংগঠনের অভ্যেসের শুভ সূচনা করলেন — একটা নমুনা দেখালেন। ফলে, একে বাঁচিয়ে রাখা ও বিকশিত করাটা আজকে আপনাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাথে সাথে শুধু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই নয়, সমস্ত ধরনের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যেও আপনাদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে হবে। সংগঠিত হতে হবে এই শোষণ-বঞ্চনার চিরতরে অবসান ঘটিয়ে এক নতুন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে। এমনই এক নতুন সমাজ যেখানে মাথার উপর থাকবে না কোন প্রভু, পায়ের তলায় থাকবে না কোন দাস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র কিছু "মাওবাদী" কর্মীর এ্যাকশন সেই সংগ্রামের পথ নয়, শ্রমিক-কৃষক সহ তামাম মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই একমাত্র সমাজ বদল সম্ভব। তাই, সমাজের অন্যান্য অংশের মেহনতিদের মধ্যেও যে নতুন আলোড়ন তৈরী হচ্ছে, নতুন ধারার লড়াই ও সংগঠন তৈরী হচ্ছে তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন।

শ্রমিক ও ক্ষেতমজুররা এবং গ্রামের গরীবরা — যারা দূর থেকে আদিবাসীদের ঐ নতুন বিদ্রোহের খবর পাচ্ছেন — সেই খবরে বেশ অনুপ্রানিত হচ্ছেন — তারা আদিবাসীদের লড়াই এর পাশে দাঁড়ান। যেমন নতুন লড়াই নতুন সংগঠন গড়ার পর সেগুলোকে নিজেদের কব্জায় রাখতে না পারলে সেগুলো আখেরে মেহনতী জনতার কোনো কাজে লাগে না — সেরকমই সারা দেশের ওপর মেহনতীদের কব্জা কায়েম করতে না পারলে গরীব-মেহনতীদের সমস্যার সমাধান হবে না। নতুন সমাজ গড়ার মধ্যে দিয়েই সব গরীব-মেহনতী জনগণের সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই সেই লক্ষ্যে নিজেদের সংগঠিত করুন – যারা পেছিয়ে আছে তাদেরকে টেনে আনুন। আদিবাসীদের এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান, তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে, কারখানার গেটে, শ্রমিক মহল্লায় প্রচার করুন।

১৮ নভেম্বর ২০০৮; ২রা অঘ্রান ১৪১৫

শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি
কৃষক কমিটি

সংগঠনদুটির পক্ষে তুষার ভট্টাচার্য (৯২৩০৬ ১৯৪৯৮) ও অজয় মুখার্জি (৯৭৩২০ ২৭৮৯২) ১৪২/৩, বিশালাক্ষীতলা রোড কলঃ- ৬০ দ্বারা প্রকাশিত এবং কমলা প্রেস, ২০৯এ বিধান সরণী, কলঃ- ৬ থেকে মুদ্রিত।